যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০

তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৪ অক্টোবর ২০১৮

কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সমান্তরাল অধিবেশন (৬)

সুশাসন ও আইনের প্রয়োগ

দুর্নীতি প্রতিরোধ, সুশাসন ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনে তারুণ্যের ভূমিকা

অর্চি বিশ্বাস
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে তরুণদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে কর্মক্ষম তরুণ সমাজ

- পরবর্তী প্রজন্ম কেমন বাংলাদেশ পাবে, সেটা বহুলাংশে নির্ভর করছে এই বিপুল সংখ্যক সম্ভাবনাময় তরুণদের ওপর, কারণ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনকাল ২০৩০ এর পাশাপাশি আজকের তরুণ প্রজন্মও আগামী ১২ বছরে পরিণত হয়ে উঠবে এবং এর সাফল্য বা ব্যর্থতার ফল লাভ করবে।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের সফলতার ধারাবাহিতা ধরে রাখার অন্যতম উপায় হচ্ছে তরুণ প্রজন্মকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সম্পৃক্ত করা।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে তরুণদের ভূমিকা

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মূল শ্লোগান - 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না'।
- জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের ৯টি প্রধান অংশীজনের মধ্যে তরুণরা অন্যতম অনুঘটক।
- টেকসই উন্নয়ন অর্জনে তরুণদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য তাদের দক্ষ, যোগ্য ও নেতৃত্বশীল করে গড়ে তুলে ক্ষমতায়িত করা প্রয়োজন ।
- পাশাপাশি শুদ্ধাচার, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন নিশ্চিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জন সম্ভবপর হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: কেন দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা?

- টেকসই উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি হল দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- অভীষ্ট ১৬ তে টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপুর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, বিচারলাভে সকলকে অভিগম্যতা প্রদান এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।
- অভীষ্ট ১৬ তে বিধৃত ১২টি সূচকের মধ্যে সাতটি সরাসরি সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের সাথে সম্পর্কিত;
  - আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সকলের সমান অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে;
  - পাচার হওয়া সম্পদ উদ্ধার ও ফিরিয়ে আনা গতিশীল করতে হবে;
  - সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনতে হবে;
  - সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে;
  - সকল পর্যায়ে সাড়া প্রদায়ী, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত-গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
  - তথ্যের অবাধ অভিগম্যতা নিশ্চিত এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে; এবং
  - টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্য সৃষ্টি করে না এমন আইন ও নীতিসমূহের প্রসার ও প্রয়োগ করতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে তরুণদের সম্পৃক্ততা

দুর্নীতি ও তরুণ সমাজ

- ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট এর সাম্প্রতিক জনমত জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে দুর্নীতি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা (২১% জনমতে)।
- টিআই প্রকাশিত 'যুব সততা জরিপ' অনুযায়ী তরুণরা তাদের নিজস্ব শুদ্ধাচার দৃষ্টিভঙ্গিমাফিক জীবনযাপন করতে পারে না, তারা দুর্নীতির শিকার হতে বাধ্য হয়।
- টিআইবি'র 'জাতীয় যুব সততা জরিপ' মতে সমাজের অন্যান্যের ন্যায় তরুণরাও বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতির শিকার।
- টিআইবি পরিচালিত 'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭' অনুযায়ী বয়স্কদের চেয়ে তরুণ সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে কম।
- ৩৫ এর উর্ধ্ববয়সী সেবাগ্রহীতারা যেখানে ৪৩.৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছেন, ৩৫ ও এর নিম্নবয়সী সেবাগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে এ হার ৩৬.৩ শতাংশ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে তরুণদের সম্পৃক্ততা

দুর্নীতি সংক্রান্ত জ্ঞান ও দুর্নীতি দমনে তরুণদের ভূমিকা

- সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তরুণদের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে।
- টিআইবি'র জাতীয় যুব সততা জরিপ অনুযায়ী,
  - ৮২% তরুণ মনে করে সততা প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনে তরুণরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং তারা সক্রিয়ভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী (৮০%)।
  - কিন্তু দুর্নীতি দমনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় বেশিরভাগ তরুণরাই (৬২%) সম্পৃক্ত হতে পারে না।
  - দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও দেশের দুর্নীতিবিরোধী আইন-কানুন, বিধিমালা সম্পর্কে তরুণরা একেবারেই জানে না বা যথেষ্ট মাত্রাই অবগত নয়।
  - ৮০% তরুণ দুর্নীতির সম্মুখীন হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে চায় এবং যারা অভিযোগ করবে না বলেছে, তাদের ৬২% মনে করে এ ধরনের অভিযোগে কোনো কাজ হবে না, এবং অভিযোগ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নেই (১০%) বা চায় না (১০%)।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে তরুণদের সম্পৃক্ততা

দুর্নীতি প্রতিরোধে চ্যালেঞ্জসমূহ: তরুণদের ভাবনা

- সততার ঘাটতিকে দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের জন্য একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করলেও এবং সততা সম্পর্কে বেশ স্বচ্ছ ধারণা রাখলেও, বাস্তব জীবনে সততা চর্চার ক্ষেত্রে তরুণদের একটি অংশের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।
- তরুণদের প্রায় ৪৫ ভাগ মনে করছেন অসৎ ব্যক্তির পক্ষেই জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- কোন কোন প্রেক্ষিতে দুর্নীতির চর্চাকে তরুণদের একটি অংশ গ্রহণযোগ্য মনে করে।
- ৩৯% তরুণ বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে রাজি।
- উচ্চ মাত্রার নৈতিকতা ধারণ করা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে তরুণদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তা বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে, এর মূল কারণ হিসেবে অনুমান করা যায় বিদ্যমান সামাজিক অবক্ষয় ও রূঢ় বাস্তবতা।
- দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী সকল প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচার চর্চার বিকাশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিতের মাধ্যমেই তরুণদের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও সুশাসনের ওপর আস্থা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে তরুণদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

- ব্যক্তির পরিচয় ও অবস্থান নির্বিশেষে দুর্নীতিকে বাস্তবিক অর্থে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এর মাধ্যমে তরুণদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে;
- শুদ্ধাচার, কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন নিশ্চিতের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের চাহিদা সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য সহায়ক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে;
- যুবদের মধ্যে সততার চর্চা ও প্রসারের বিষয়টিকে জাতীয় যুব নীতিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে;
- সকল প্রকার দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন ও সুশাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং বাস্তবায়নে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
- মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ও চর্চার সম্প্রসারণ করে অশিক্ষা, অপশিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় ভ্রান্ত-ধারণায় বিপথগামী হওয়া থেকে যুব সমাজকে রক্ষায় সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে তরুণদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

- তরুণদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও দক্ষতার গুণগত উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করা এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে;
- সততা ও শুদ্ধাচার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত প্রচারাভিযান পরিচালনা করতে হবে;
- চাকুরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া দুর্নীতিমুক্ত করে প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে হবে;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী যুবদের ভূমিকা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ এর দ্রুত বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট তরুণ অংশীজনের অংশগ্রহণে তার পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং
- পাঠ্যক্রমে সততা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক উপাদান আরও বিকষিত, তথ্যবহুল, আকর্ষণীয় ও বাস্তবায়নযোগ্য করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রত্যয় থাকলে অর্জন হতে পারে গগনচুম্বী

ধন্যবাদ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন